SDI

এসডিআই নিউজলেটার

সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্

সপ্তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০০৯

এসডিআই'র বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত : উড়িরচর দাদনমুক্ত হতে চলেছে

গত ২৫ ও ২৬ জুলাই ২০০৯, সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এসডিআই)'র দু' দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন রাজধানীর আসাদ এভিনিউস্থ সিবিসিবি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পিকএসএফ'র এজিএম সজল হালদার, উপব্যবস্থাপক মো: জানে আলম, এসডিআই'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মো: আবু বকর সিদ্দিক, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর আনোয়ারুল আজিমসহ সংস্থার কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ। সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে, দ্বিতীয় দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ বেনজীর আহমদ। ৪টি সেশনে, উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে পার্টনার সংস্থার সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ২ দিনব্যাপী সম্মেলনে, উপস্থিত ছিলেন এসডিআই'র পার্টনার সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। (ছবি পৃষ্ঠা ৪-এ দেখুন)

সম্মেলনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের জন্য ১৪৩ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ৫৫৭ জন কর্মীর ও ৬৮৫৭ জন শ্রমিকের সারা বছরের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে। সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতির মোকাবেলায় অভিযোজন কর্মসূচি: জন ও পরিবেশবান্ধব শাক সবজি, ফলমূল, ডিম ও রান্না খাদ্য শীতল রাখার জন্য বিদ্যুৎ বিহীন পল্লী ফ্রিজ এবং বর্জ্য রিসাইকেলের মাধ্যমে লাকড়ির বিকল্প জ্বালানি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

ও এর সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করা: পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) কর্মসূচি: ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন কর্মসূচি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি (মাল্টিমিডিয়া, টেলিমেডিসিন, সেলফোন) ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য মহাসড়কের সাথে যুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি সামছুল হক প্রধান অতিথির হাতে এসডিআই বার্ষিক সম্মেলন ২০০৯-এর ক্রেস্ট তুলে দেন। এরপর প্রধান অতিথি বছরের সেরা কর্মীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট তুলে দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি এসডিআই'র বিভিন্ন অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত পণ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। প্রদর্শনীতে অংশ নেয়া ১২টি স্টলে ছিল সদস্যদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, কুটির শিল্প, মেটাল সামগ্রী, চামড়াজাত দ্রব্য, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের সামগ্রী, অতিদরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তা কৌশল এবং ঘরে সবজি, ফলমূল ও রান্না খাদ্য সতেজ রাখার বিনা বিদ্যুতে পল্লী ফ্রিজ ও বর্জ্য থেকে বিকল্প জ্বালানী (চাকতি আকৃতির জ্বালানী) তৈরী করার ডিভাইজ ইত্যাদি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, এসডিআই'র সকল কার্যক্রম খুবই সন্তোষজনক। বিশেষ করে নারী কর্মীদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার বেশি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যাবে ক্ষুদ্রঋণের কার্যকরী সুদের হার ব্যাংকের চেয়েও কম। যারা ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে তথ্য উপাত্ত ছাড়া সমালোচনা করেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এভাবে সমালোচনা করে ক্ষুদ্রঋণের সাথে জড়িত দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের উপকার নয় বরং অপকারই করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি 'পিকেএসএফ'র সহকারী মহাব্যবস্থাপক সজল হালদার কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণার কথা উল্লেখ

সম্মেলন : পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ১

বাণিজ্য সচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর এসডিআই-লেদার মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট প্রমোশন প্রজেক্ট পরিদর্শন করলেন

বাণিজ্য সচিব ফিরোজ আহমেদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান গত ৯ এপ্রিল ২০০৯ রাজধানীর আগামসী লেন ও সিদ্দিক বাজারস্থ এসডিআই- লেদার মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট প্রমোশন প্রজেক্ট পরিদর্শন করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক, কর্মসংস্থান ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হুমায়ুন কবীর, বাংলাদেশ লেদার সার্ভিস সেন্টার (বিএলএসসি)'র প্রধান নির্বাহী এমএ মালেক ও প্রকল্পের পরামর্শক সোনালী ব্যাংকের সাবেক এমডি মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ।

এসডিআই-এলএমইপিপি একটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ উদ্যোগ। এর লক্ষ্য পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের গুণগত মান উন্নত করে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে এসডিআই কর্তৃক চামড়াজাত পণ্যের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের

বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

সম্পাদকীয়

গত ২৫, ২৬ জুলাই, ২০০৯ এ অনুষ্ঠিত হলো এসডিআই'র বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের জন্য ১৪৩ কোটি টাকার কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়।

এ বছর ৫৫৭ জন কর্মী এবং ৬৮৫৭ জন শ্রমিকের সারা বছরের কর্মসংস্থান হবে। অন্যদিকে সন্দ্বীপ উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ৫২টি নাজুক গ্রামের দরিদ্র গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং শিশুদেরকে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রসঙ্গত এ কর্মসূচির মাধ্যমে এসডিআই এ যাবত প্রায় ১০ হাজার গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মাতাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়েছে।

এসডিআই কর্ম এলাকায় ঋণ দিয়ে আর্থিক সক্ষমতা বাড়াচ্ছে এবং সেইসাথে ক্রেডিট প্লাস কর্মসূচির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। এসডিআই একই সাথে ঘূর্ণায়মান বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রডাক্ট ও ঋণপ্লাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঋণ কর্মসূচি দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মানুষের ঋণ পাবার অধিকার নিশ্চিত করছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ ও প্রযুক্তি সহযোগিতা দিয়ে কর্মসংস্থান করা হচ্ছে।

এসডিআই বিশ্বাস করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতি টেকসই করতে হলে তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে এসডিআই বিশেষ করে ঝরে পড়া ছেলে মেয়েদের শিক্ষার মূল ধারায় ফেরত এনে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি দুর্গম অঞ্চলে স্কুল গড়ে তুলতে সহায়তা দিচ্ছে। তদুপরি রয়েছে মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া অনুষ্ঠানসহ নানাবিধ কার্যক্রম।

দরিদ্রদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে এসডিআই নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো: স্বাস্থ্য সচেতনতা, নিরাপদ খাবার পানির প্রযুক্তি সরবরাহ, সমাজকে শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজের আওতায় আনা ইত্যাদি। এসডিআই সবসময় উন্নত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুভব করে থাকে। কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি-এর দৃষ্টিকোণ থেকে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান, সামাজিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন প্রকল্প ও শিশুদের সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এছাড়া অতিদরিদ্রদের জীবিকার নিরাপত্তা সৃষ্টিতে ২টি প্রযুক্তি যথা - পল্লী ফ্রিজ ও বর্জ্য দিয়ে জ্বালানী তৈরীর সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এসডিআই পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ধারণাকে সমর্থন করে বিধায় চামড়াজাত দ্রব্যকে রপ্তানীমুখী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি: ও আইটিসি-জেনেভা'র সাথে যৌথ উদ্যোগে 'এসডিআই-লেদার মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট প্রমোশন প্রজেক্ট' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

এভাবে এসডিআই একটি টোটাল ডেভেলপমেন্ট দর্শনের ভিত্তিতে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বার্ষিক সম্মেলনে এসডিআই'র এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের আকাঙ্খাই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শোক বার্তা

এসডিআই'র শুভাকাঙ্খী, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী, সুস্থ জীবন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোক প্রকাশ করছি। মরহুম জহিরুল ইসলাম একজন দরিদ্রোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।

২০০৬ বন্যায় মজুমদার ট্রেডার্স লি:, সুস্থ জীবন ও এসডিআই'র যৌথ উদ্যোগে মানিকগঞ্জ জেলার চরাঞ্চলে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে তাঁর সহায়তার কথা আমরা আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবো।

এসডিআই পরিবার

বাণিজ্য সচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্বল্প সার্ভিস চার্জে ও সহজ শর্তে ঋণদানের মাধ্যমে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে এর যাত্রা শুরু হয়। এ পর্যন্ত ১৫ জন উদ্যোক্তাকে ৩১ লাখ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য শুধু ঢাকাতেই ৫৭৯ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ঋণ দেয়া। এটা সম্ভব হলে প্রায় ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।

এসডিআই-এলএমইপিপি পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত চামড়া শিল্পের পণ্যসামগ্রী ও কাজের পরিবেশ দেখেন এবং উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলেন। পরে তিনি এসডিআই-এলএমইপিপি'কে একটি ভালো উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে চামড়া শিল্পে বিনিয়োগে সংশ্লিষ্ট সবারই এগিয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অনেক সৃজনশীল ক্ষুদ্র উদ্যোগ অর্থ ও কারিগরি সহায়তার অভাবে বিকশিত হতে পারছে না। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচুর অর্থ অব্যবহৃত থাকলেও অফুরন্ত অর্থ বিনিয়োগের এই জায়গায় অর্থ বিনিয়োগ খুবই সীমিত। গভর্নর আরো বলেন, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা থাকলেও অর্থ ও কারিগরি সহায়তার অভাবে এ শিল্পে কাঙ্খিত উন্নয়ন হচ্ছে না। তিনি এ প্রকল্পের কাজের গতি বাড়াতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সুসংগঠিত হওয়ারও পরামর্শ দেন। পণ্যের মানোন্নয়নে বাংলাদেশ লেদার কলেজের প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারেরও তাগিদ দেন গভর্নর। তিনি চামড়াজাত দ্রব্যকে রপ্তানীযোগ্য করার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

বাণিজ্য সচিব ফিরোজ আহমেদ বলেন, স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি বিদেশের বাজারে চামড়াজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। রপ্তানীযোগ্য চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা ও লেদার কলেজে সংরক্ষিত উন্নতমানের যন্ত্রপাতি এ পণ্য রপ্তানীমুখী করতে যথাযথ ব্যবহারের আশ্বাস দেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

লেদার মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট প্রমোশন প্রজেক্ট সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের মন্তব্য

...মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক প্রদত্ত হোলসেল ঋণের অর্থে এসডিআই ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে জামানত বিহীন খুচরা (রিটেইল) ঋণদানে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে। গত এক বৎসরে তাদের প্রদত্ত জামানত বিহীন ঋণের আদায় ১০০%। নি:সন্দেহে যেকোন ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এ সাফল্য আশাতীত।...

...পাইলট প্রজেক্টে এসডিআই'র বিদ্যমান কার্যক্রম মনিটর করার জন্য আমি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-কে অনুরোধ করছি যাতে তারা কাঙ্খিত সুফল পেতে পারে। পরীক্ষামূলক এ কর্মসূচিতে পিকেএসএফ এসডিআই'কে ফান্ডের যোগান দিয়ে সহায়তা করতে পারেন।...

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ হোটেল শেরাটনে সাউথইস্ট ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত বিএলএসসি'র দ্বিতীয় ধাপের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান-এর ভাষণ থেকে

এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক বলেন, চামড়া শিল্পে শুধু ঢাকাতেই প্রচুর ঋণের চাহিদা রয়েছে। চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীযোগ্য পণ্য হওয়ায় এর উন্নতমান নিশ্চিত করা জরুরী। সে জন্য কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ কমপ্লায়েন্স ইস্যু যথাযথ মেনে চলা, উদ্যোক্তাদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করে চলতি মূলধনের পাশাপাশি মেশিন ক্রয়ের জন্য স্থায়ী মূলধন ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। এছাড়া এ শিল্পের উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন উৎসবকে সামনে রেখে বিশেষ ঋণ সুবিধা দেয়া আবশ্যক যা সময়ের দাবী। এ প্রকল্পকে আরও কিভাবে ঋণ গ্রহীতা বান্ধব করা যায় সে বিষয়ে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে উদ্যোগ নেয় যেতে পারে। এ প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করতে হলে সকল স্টেকহোল্ডারদের সিএসআর-এর মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রকল্পের ফাইনান্স কম্পোনেন্টের জাতীয় পরামর্শক (NC-ITC) মোহাম্মদ হোসেন প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে সচিব মহোদয় ও গভর্নর মহোদয়কে অবহিত করেন। বিএলএসসি-এর সিইও জনাব এমএ মালেক কারখানাসমূহে রপ্তানীযোগ্য চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনে গুণগতমানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি শ্রমিকদের কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ তৈরী, কাজ করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ নিরসনের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি এ শিল্প রপ্তানীযোগ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার দেয়ারও আশ্বাস দেন।

'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ' একটি নতুন ধারণার বাস্তবায়ন

সম্প্রতি সরকারী নীতিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের ধারণা স্বীকৃতি পেয়েছে। এসডিআই-লেদার মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট প্রমোশন প্রজেক্ট এ ধরনের একটি উদ্যোগ। এ প্রকল্পের অংশীদারগণ হলেন বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এলএসবিপিসি), মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি: ও এসডিআই।

এলএমইপিপি-এর প্রধান লক্ষ্য ঢাকা নগরের চামড়াজাত পণ্যের ক্ষুদে উৎপাদকদের রপ্তানী মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানো ও রপ্তানীকারক পর্যায়ে উন্নীত করা। এসব ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কারখানার মান, কাজের পরিবেশ এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের কারিগরি দক্ষতা ও সুযোগ-সুবিধা আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার স্থিরকৃত মানে উন্নীত করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

এসডিআই-লেদার মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট প্রমোশন প্রজেক্ট পাদুকা ও চামড়াজাত দ্রব্যের প্রস্তুতকারকদের সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এ প্রকল্পের জন্য ৭% সুদ প্রদানের শর্তে একটি Dedicated Credit line-এর আওতায় এসডিআই'কে এক কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ করেছে। অন্যদিকে এসডিআই উৎপাদকদের ১% ঋণক্ষয় সঞ্চিতিসহ (রিডিউসিং ব্যালেন্স পদ্ধতি) ১২% সুদে ঋণ বিতরণ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় একজন উদ্যোক্তাকে ২ লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। এ ঋণ সর্বোচ্চ ১ হতে ২ বছর মেয়াদী। প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন আইটিসি-জেনেভা'র ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, সোনালী বাংকের সাবেক এমডি, মোহাম্মদ হোসেন এবং উপদেষ্টা হিসেবে অবদান রেখে চলেছেন চামড়াজাত Dedicated Credit line ধারণার মূল প্রবর্তক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ বাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য :
বাংলাদেশের রপ্তানী খাতে তৈরী পোশাকের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পাদুকা ও চামড়াজাত দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করা।

সাধারণ লক্ষ্য:
- নতুন কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন।
- রপ্তানী মানসম্মত পাদুকা ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা ও কারিগরদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- পাদুকা ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিদেশী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক কমপ্লায়েন্স ইস্যু চিহ্নিতকরণ ও উহা পরিপালনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।
- সম্ভাবনাময় উৎপাদকগণকে রপ্তানী মানসম্মত পণ্য প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক মেশিন ক্রয় ও স্থাপনের জন্য সহায়তা দান ও প্রশিক্ষিত করা।
- যৌথভাবে ব্যবহার উপযোগী ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যয়বহুল মেশিন স্থাপনের জন্য কমন ফেসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপনে সহায়তা দান।

কর্ম-এলাকা ও উদ্যোক্তাদের ধরন :
ঢাকা মহানগরস্থিত ছোট ও ক্ষুদ্র পাদুকা ও চামড়াজাতদ্রব্য উৎপাদনকারীদের ২০টি গুচ্ছ রয়েছে, তন্মধ্যে ৫টি গুচ্ছভুক্ত ৫৭৯ জন প্রস্তুতকারক ডেডিকেটেড ক্রেডিট লাইন (ডিসিএল) উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গঠিত পাইলট- প্রজেক্টের আওতাভুক্ত।

এছাড়া পাইলট প্রজেক্টের আওতায় আরও সম্ভাবনাময় প্রস্তুতকারক অন্তর্ভূক্তির জন্য জরিপ ও অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ প্রকল্পের ঋণ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য সচিব ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ লেদার সার্ভিস সেন্টার-এর নির্বাহী প্রধান এম.এ মালেক, আইটিসি-জেনেভা'র জাতীয় পরামর্শক মোহাম্মদ হোসেন এবং এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। এছাড়াও উর্ধতন সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা এবং জুতা কারখানার মালিক-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সচিব মহোদয় কারখানা মালিকদের মধ্যে ঋণ বিতরণের চেক হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

ধামরাই এলাকার সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদ

গত ১লা জুলাই ২০০৯ ধামরাই উপজেলার শ্রীরামপুর সুতিপাড়া উদীয়মান যুবক সমিতির উদ্যোগে শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা উপলক্ষে সুতিপাড়া সরকারী প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গণে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব বেনজীর আহমদ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো: আবুল হোসেন ও সুতিপাড়া ইউনিয়নের চেয়াম্যান আলহাজ্ব দেলোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথি শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ও ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে ট্রফি বিতরণ করেন। এলাকার জনগণ এমপি মহোদয়ের নিকট এলাকার কিছু সমস্যা তুলে ধরে ও তা সমাধানের জন্যে অনুরোধ করে। এগুলো হল-

১. শ্রীরামপুর ও আশেপাশের গ্রামসমূহে গ্যাসের ব্যবস্থা করা।
২. চলাচলের অযোগ্য সুতিপাড়া হতে নান্নার রাস্তার সংস্কার।
৩. সুতিপাড়া হতে নান্নার রাস্তার সুতিপাড়াস্থ আ: রহমান সাহেবের (প্রাক্তন মেম্বার) বাড়ীর পিছন হতে শ্রীরামপুর-সুয়াপুর রাস্তায় সংযোগ সড়ক পুন:নির্মাণ ও খেয়াঘাটে একটি ব্রীজ নির্মাণ।
৪. সুতিপাড়া তথ্যকেন্দ্র হতে সুতিপাড়া শ্রীরামপুর বড় জামে মসজিদ, শ্রীরামপুর কবরস্থান, শ্রীরামপুর দক্ষিণপাড়া মসজিদ, গোপালকৃষ্ণপুর সংযোগ রাস্তা পুন:নির্মাণ।
৫. শ্রীরামপুর সুতিপাড়া উদীয়মান যুবক সমিতির ২টি খেলার মাঠ উন্নয়ন।
৬. শ্রীরামপুর দক্ষিণপাড়া (৩/৪টি গ্রাম মিলে) কবরস্থানের উন্নয়ন।
৭. শ্রীরামপুর সুতিপাড়া উদীয়মান যুবক সমিতির ২টি মজা পুকুর পুন:খনন।
৮. সুতিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ সংখ্যা বৃদ্ধি।
৯. শ্রীরামপুর সুতিপাড়া গ্রামে স্থাপিত কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য শ্রীরামপুর বড় খালে নিক্ষেপ বন্ধ করা।
১০. দীর্ঘদিন যাবত কারখানা নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ডানকান কোম্পানীর পতিত জমিতে কারখানা চালু করা।
১১. শ্রীরামপুর সুতিপাড়া এলাকার ভূমি মালিকগণ স্থানীয় যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কৃষি জমি বিক্রয় করে। অথচ এ বিষয়ে কোন সক্রিয় উদ্যোগই মালিকদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে না। এ লক্ষ্যে কারখানা মালিকদের স্থানীয় কর্মসংস্থানে উদ্যোগী হতে স্থানীয় জনগণ ও কারখানা মালিকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

মাননীয় সংসদ সদস্য এলাকাবাসীর উথাপিত সকল সমস্যা ক্রমান্বয়ে সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন।

বার্ষিক সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন। এ গবেষণায় জানা যায়, এনজিও'দের সার্ভিস চার্জ বার্ষিক সর্বোচ্চ ২৩%-২৪%। আর এ থেকে অপারেশন কস্ট এবং কস্ট অব ফান্ড বাদ দিলে প্রকৃত পক্ষে এনজিওরা ৮% সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে। প্রধান অতিথি বলেন, সংগঠন হিসেবে এসডিআই আপকামিং এমএফআই (upcoming MFI) হলেও এর কার্যক্রম বহুমুখী, ব্যাপ্তি অনেক বড়। এসডিআই'র সামগ্রিক কাজের অর্থাৎ দারিদ্র্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও উদ্যোগী ঋণসেবা, খাদ্য ও ইনপুট (input) সহায়তা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'দের পুষ্টি সহায়তা, শিশু শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমগুলো অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এসডিআই'র পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) কর্মসূচির প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, প্রতিবেশী ভারত অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে এ ধারণাটি চালু করেছে। আর বাংলাদেশ সরকার বর্তমান জাতীয় বাজেটে পিপিপি ধারণাটিকে বিবেচনায় নিয়েছে।

১ম সেশন - বিগত বৎসরে অর্জনের মূল্যায়ন ও আগামী ২০০৯-১০ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার বাজেট উপস্থাপন ঃ (বাঁ দিক থেকে) এসডিআই'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, পিকেএসএফ'র এজিএম সজল হালদার, এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক ও পিকেএসএফ'র সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ জানে আলম।

২য় সেশন - কেন্দ্রীয় অফিস থেকে Development Program-এর Brief over view উপস্থাপন পর্যায়ক্রমে সৌহার্দ্য, সিবিজিআরএমপি আরএনপিপিও, লেদার প্রজেক্ট ও রক্ষ প্রকল্পের এবং পিসিদের কর্তৃক প্রকল্প হাইলাইট রিপোর্ট, Strength, Weakness, Opportunity, Threat উপস্থাপন ও পর্যালোচনা ঃ (বাঁ দিক থেকে) কেয়ার সৌহার্দের আরপিএম আইয়ুব খান, আইটিসি জেনেভা ন্যাশনাল কনসালটেন্ট মোহাম্মদ হোসেন, এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক, অক্সফাম-জিবি'র কর্মসূচি সমন্বয়কারী খোদেজা আক্তার রুমি ও কেয়ার সৌহার্দ্যের প্রোগ্রাম অফিসার এমএ জলিল।

সেক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই এসডিআই পিপিপি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যা সম্ভবত এনজিওদের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হবে। শিল্পের বিকাশে এসডিআই'র ভূমিকা প্রশংসা করে তিনি পিকেএসএফ'র পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতি সামছুল হক এসডিআই'র কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, এসডিআই সাইক্লোন ও বন্যা প্রবণ প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলের দরিদ্র ও হতদরিদ্রের বিভিন্ন সেবা দিয়ে আসছে। উড়িরচরে একমাত্র এনজিও এসডিআই কাজ করে সেখানকার মানুষকে প্রায় দাদনমুক্ত করতে পেরেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের মাধ্যমে গত বছরে ৩৮৫৭ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এসডিআই'র আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো পিপিপি-এর আওতায় ক্ষুদ্র চামড়াজাত শিল্পকে রপ্তানীমুখী করার জন্য ঋণ প্রদান। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯-১০ সালে এসডিআই'র সদস্য নন এমন ৩৩০০ শ্রমিকের সারা বছরের কর্মসংস্থান হবে। উল্লেখ্য এ প্রকল্পের পূর্বে শুধুমাত্র ৩০০ জন শ্রমিকের বছরে ৭-৮ মাসের কর্মসংস্থান হত। ক্রেডিট প্লাস-এর অনেক ধরনের সেবা রয়েছে। যেমন- দুস্থ ও অসহায়দের খাদ্য নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান। সৌহার্দ্য প্রকল্পের আওতায় সন্দ্বীপ উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ১০ হাজার পরিবারকে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ওয়াটসান প্রকল্পের আওতায় ঘিওর উপজেলার ২টি ইউনিয়ন শতভাগ স্যানিটেশনের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি বিষয়ে এসডিআই খুবই সচেতন। ইতোমধ্যে এর আওতায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান, সামাজিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ও শিশুদের জন্য ক্রীড়া অনুষ্ঠানসহ সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে সহায়তা করেছে।

৩য় সেশন - Audit Compliance Report উপস্থাপন ঃ (বাঁ দিক থেকে) এসডিআই'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, পিকেএসএফ'র জিএম(অডিট) শাহ আলম মৃধা, এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক ও প্রোগ্রাম ডিরেক্টর আনোয়ারুল আজিম।

সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য আলহাজ্ব বেনজীর আহমদ প্রথমে সম্মেলন প্রাঙ্গণে সদস্যদের তৈরী পণ্যের প্রদর্শনী মেলা ঘুরে দেখেন। পরে সম্মেলন কক্ষে বছরের সেরা ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণী, উন্নয়ন কর্মসূচির সদস্যদের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও গাছের চারা তুলে দেন। প্রধান অতিথির হাতে সম্মেলন ক্রেস্ট তুলে দেন এসডিআই'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক। আলহাজ বেনজীর আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, এসডিআই একটি সফল এনজিও তা তাদের কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি আর্থসামাজিক উন্নয়নে এসডিআই'র ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং এসডিআই'কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

৪র্থ সেশন - ME ঋণ প্রকল্পে সম্ভাবনা, প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা ঃ (বাঁ দিক থেকে) এসডিআই'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, পিকেএসএফ'র জিএম(অপারেশন) মোঃ ফজলুল কাদের ও এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক।

সমাপনীতে সভাপতির ভাষণে এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক বলেন, অনেকে বলে থাকেন এনজিও'রা সুদ বেশী নেয়। কিন্তু এনজিও'রা কত ধরনের ঋণ প্রডাক্ট পরিচালনা করেন, দুর্যোগকালীন সময়ে দেয়া কিস্তি বন্ধসহ দুর্যোগ ঋণ ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হয়না। বিভিন্ন ঋণ প্রডাক্টের সার্ভিস চার্জ ভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে সুদবিহীন ঋণও দেয়া হয়। এছাড়া এনজিওরা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে বিরাট একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তিনি সমালোচকদের ঋণ কর্মসূচি বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সমালোচনা করার অনুরোধ করেন।

পল্লী ফ্রিজ : পরিবেশ বান্ধব এবং দরিদ্রদের ফ্রিজ

পল্লী ফ্রিজ একটি পরিবেশবান্ধব শীতলীকরণ প্রযুক্তি। এটির প্রস্তুত ব্যয় খুবই অল্প, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে। বিদ্যুৎবিহীন বিধায় এটি বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যবহার সম্ভব।

পল্লী ফ্রিজ দুটি ভিন্ন আকৃতির পাত্র নিয়ে গঠিত। বড় পাত্রটি মাটির তৈরী যা মাটির ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। ছোট পাত্রটি টিন বা ষ্টীল দিয়ে তৈরী। ছোট পাত্রটি বড় পাত্রের ভেতরে রাখা হয়। দুই পাত্রের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে বালি দিয়ে পূরণ করা হয়। প্রতি ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে একবার বা প্রয়োজন মত পানি দিয়ে বালি ভেজাতে হয়। ৩-৬ মাস পরপর বা প্রয়োজনে বালি বদলাতে হয়। ফল, শাক-সব্জি, রান্না করা খাবার বা অন্যান্য পচনশীল দ্রব্য ছাড়াও ডিম, দুধ, দই, মিষ্টি, ঔষধ ইত্যাদি রাখা যায় যা প্রায় ১ সপ্তাহ সময় পর্যন্ত টাটকা থাকে। ফ্রিজে যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে সে জন্য সতর্কতাস্বরূপ কাপড় বা পলিথিন পটের মুখে চারদিকে মুড়িয়ে দিতে হবে। এই ফ্রিজ এসডিআই'র উদ্ভাবিত একটি প্রযুক্তি। এতে কারিগরি পরামর্শ দিয়েছে সঙ্কল্প ট্রাস্ট, ভারত।

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক ক্ষুদ্রঋণ সামিট ২০০৮-এ এসডিআই নির্বাহী পরিচালকের অংশগ্রহণ

গত ২৮-৩১ জুলাই, ২০০৮ ইন্দোনেশিয়ার প্রখ্যাত পর্যটন দ্বীপ বালিতে অনুষ্ঠিত হলো এশিয়া - প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষুদ্রঋণ সামিট-২০০৮। মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন এবং জেমা পিকেএম-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে এ অঞ্চলের ৪০টি রাষ্ট্রের ১০০০-এর অধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সামিট আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ফার্স্ট লেডী মিসেস এ্যানি বামবাং ইয়োধুণো। সামিটে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল জেলোয়া, পেরুর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ড. আলেজান্দ্রো টলেডো, দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ফার্স্ট লেডী জানলে এমবেকি, মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন-এর পরিচালক স্যামুয়েল হ্যারিস এবং আধুনিক ক্ষুদ্রঋণের উদ্ভাবক নোবেল লরেট ড. মুহাম্মদ ইউনুস। সামিট উদ্বোধন করেন ইন্দোনেশিয়ার মহামান্য প্রেসিডেন্ট সুশিলো বামবাং ইয়োধুণো।

কনফারেন্সে মোট ২৪টি সেশন, ২টি প্লেনারী সেশন এবং কয়েকটি এ্যাসোসিয়েট সেশনে ভাগ করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়। বিশ্ব ক্ষুদ্রঋণ ক্যাম্পেইন সামিটে যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল তা অর্জনে অগ্রগতি, সমস্যা এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে কিছু সুপারিশ নির্ধারণে সামিটে আলোচনা করা হয়।

ভারতীয় এনজিও সংকল্প ট্রাস্ট-এর ম্যানেজিং ট্রাস্টি প্রফেসর শুভ্রংকর মুখার্জীর এসডিআই পরিদর্শন

এসডিআই'র আমন্ত্রণে গত ১৪ নভেম্বর ২০০৮ কলিকাতার সংকল্প ট্রাস্ট-এর ম্যানেজিং ট্রাস্টি প্রফেসর শুভ্রংকর মুখার্জী বাংলাদেশে আসেন এবং ২৫ নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত অবস্থান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি Colorado State University- এর একজন সহযোগী অধ্যাপক। তার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল Post Cyclone SIDR Livelihood Reconstruction বিষয়ে একটি যৌথ প্রকল্পের পাশাপাশি যৌথ উদ্যোগে আরো প্রকল্প তৈরী করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা যাচাই করা। এসডিআই মাইক্রো-ফাইন্যান্স ও মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ -এ বিশেষভাবে দক্ষ। অন্য দিকে সংকল্প ট্রাস্ট টেকসই জীবিকায়ন ও পল্লী উন্নয়নে পারদর্শী। তাই এসডিআই ও সংকল্প ট্রাস্ট সমন্বয় করে টোটাল ডেভেলপমেন্ট ধারাকে এগিয়ে নিতে পারে।

অধ্যাপক মুখার্জী ধামরাই-এ গিয়ে এসডিআই'র ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মসূচির আওতাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। এসবের মধ্যে রয়েছে মুরগির বিষ্ঠা থেকে বায়োগ্যাস তৈরি, গোবর থেকে সার তৈরী, পল্লী ফ্রিজ, চুলা, ঢোল তৈরী ইত্যাদি।

অধ্যাপক মুখার্জী এবং এসডিআই টীম পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় ঐকমত্য হয় যে এসডিআই পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় সংকল্প ট্রাস্টের মাইক্রো-ফাইন্যান্স কার্যক্রম গড়ে তোলায় বিশেষজ্ঞ সহায়তার সম্ভাবনা বিবেচনা করবে। অপরদিকে সঙ্কল্প ট্রাস্ট দারিদ্র্য নিরসনে দরিদ্রবান্ধব প্রযুক্তি তৈরীতে উদ্যোগ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এসডিআই'কে কারিগরি সহায়তা প্রদানের সম্ভাবনা খুঁজে দেখবে।

ফল, বৃক্ষ ও কৃষি যন্ত্রপাতি মেলায় এসডিআই

গত ১৪-১৬ জুলাই ২০০৯ ধামরাই কৃষি বিভাগের উদ্যোগে উপজেলা চত্বরে ফল, বৃক্ষ ও কৃষি যন্ত্রপাতির মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব বেনজীর আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত কৃষি পরিচালক আবুল বাশার, উপ-পরিচালক এ কে আজাদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাদিজা নাজনীন, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হোসেন এবং এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক।

মেলায় স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদিত উন্নত জাতের ফলদ, বনজ ও ভেষজ গাছের চারা জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিক্রির জন্য প্রদর্শন করা হয়। তাছাড়া কৃষি বিভাগ তাদের উদ্ভাবিত লাঙ্গল, ফসল মাড়াই, ফসল ঝাড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করে। এসডিআই এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। ধামরাই এলকার গ্রুপ সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি পণ্য এসডিআই'র স্টলে প্রদর্শিত হয়। এসডিআই'র স্টলের বিশেষ আকর্ষণ সংস্থার তৈরি 'পল্লী ফ্রিজ' ছিল দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

এসডিআই'র শুভাকাঙ্ক্ষী, বিশিষ্ট শিল্পপতি, সমাজসেবী, সুস্থ জীবন-এর একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম-এর স্মৃতিচারণ ও দোয়া প্রার্থনা অনুষ্ঠিত

গত ২১ শে আগষ্ট ২০০৯ সুস্থ জীবন সংগঠনের উদ্যোগে বিশিষ্ট শিল্পপতি, সমাজসেবী, সুস্থ জীবন-এর একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও এসডিআই'র শুভাকাঙ্খী আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম-এর স্মৃতিচারণ ও দোয়া প্রার্থনা সভা ধানমন্ডিস্থ ষ্টার রেষ্টুরেন্ট-এ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শোক বার্তা পাঠ করেন সুস্থ জীবন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হরে কৃষ্ণ বণিক।

মরহুমের কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট শোক বার্তা হস্তান্তর করেন সুস্থ জীবন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। সভা সঞ্চালন করেন সুস্থ জীবন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বাবু ভজন চন্দ্র দাস।

সভায় স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি কাজী সহিদুর রহমান, ঢাকার আদিবাসী প্রকৌশলী মো: সেকান্দার আলী, সুস্থ জীবন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব খোকন চন্দ্র আইন। সভায় অন্যান্যদের আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সুস্থ জীবন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মজুমদার ট্রেডার্স লি:-এর চেয়ারম্যান চিত্ত মজুমদার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নসু হাজি, সুস্থ জীবন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রমেন কুন্ড, ওমর পোদ্দার, চিত্ত পাল, শ্যামল সাদু খা, ডি সরকার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাহাউদ্দিন আহম্মদ, আবুল খায়ের, মি. মোস্তফা, মি. খোকন, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা মো: শাখাওয়াতসহ এলাকার স্বনামধন্য শিল্পপতি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তির জন্যে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস প্রস্তুতি জ্ঞান ও কৃষি মেলা-২০০৮ অনুষ্ঠিত

গত ১২-১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সন্দ্বীপ উপজেলা প্রাঙ্গণে এসডিআই'র উদ্যোগে দুর্যোগ প্রস্তুতিবিষয়ক জ্ঞান ও কৃষি মেলা-২০০৮ অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উদ্বোধন করেন সদ্য নির্বাচিত সন্দ্বীপ উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান দিলরুবা শফি। বরাবরের মত এবারের মেলারও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবণ সন্দ্বীপবাসীদের দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় সর্ম্পকে গণ সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মেলায় এসডিআই'র বিভিন্ন প্রকল্প, সরকারী সংস্থা, স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় উদ্যোক্তারা অংশ নেন। উল্লেখযোগ্য স্টলগুলো হলো: এসডিআই'র কেয়ার-সৌহার্দ্য, সিবিডিআরএমপি এবং ক্রেডিট প্রোগ্রাম, কৃষি বিভাগ, গ্রামীণ শক্তি ইত্যাদি।

মেলার আকর্ষণীয় দিক

এবারের মেলার মূল থীম ছিলো দুর্যোগ মোকাবেলায় ডিজিটাল প্রযক্তি (ICT)-এর ব্যবহার। এ লক্ষ্যে মেলা প্রাঙ্গণে ল্যাপটপ কম্পিউটার ও GPRS Modem-এর মাধ্যমে তথ্য মহাসড়কে তথা ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার কারিগরি ও প্রয়োজনীয় তথ্য বিশেষত আবহাওয়া, ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত আগাম তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া সরাসরি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের দেখানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানীর দেয়া টেলিমেডিসিন সেবা কিভাবে উড়িচরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার কাজে লাগানো সম্ভব তাও প্রদর্শন করা হয়।

বরাবরের মত দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল। মহড়ায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসজনিত দুর্যোগে পূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগের সময় ও অব্যবহিত পরে করণীয় ধাপে ধাপে দেখানো হয়। এবারের মহড়ায় ৬০ জন কর্মী (নারী-পুরুষ) অংশগ্রহণ করে।

এবারের মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল পরিবেশবান্ধব শীতলীকরণ প্রযুক্তি পল্লী ফ্রিজ। এটি প্রচুর দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

সরকারী কৃষি বিভাগের প্রদর্শনীতে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয় এবং টেস্ট কিটগুলো প্রদর্শন করা হয়। এতে স্থানীয় কৃষকেরা মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে।

সৌহার্দ্য প্রকল্পের অধীনে পরিবেশবান্ধব গৃহস্থালীর মডেল উপস্থাপন করা হয় যা মেলার দর্শকদের নজর কাড়ে।

সিবিডিআরএম প্রকল্প দুর্যোগ সহনশীল ঘরের নমুনা, বন্যার লেভেলের উচ্চতায় নলকূপ স্থাপন, উঁচু ভিটির নমুনা প্রদর্শন করে যা উপস্থিত দর্শকদের বোধে আনতে সক্ষম হয়।

তাছাড়া এসডিআই'র সমিতি সদস্যদের উৎপাদিত ফসল ও বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন করা হয়।

মেলার শেষ দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসডিআই'র ডেভোলপমেন্ট কম্যুনিকেশন সাংস্কৃতিক দল তাদের কাজ দ্বারা দর্শকদের উন্নয়নের ধারণা প্রদান করে।

সবশেষে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সরকারী এবি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তপন কান্তি চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক।

টেলিভিশন চ্যানেলে এসডিআই'র কার্যক্রম প্রচারিত

সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এসডিআই'র কার্যক্রম সমাদৃত হচ্ছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক উভয় মিডিয়াতেই এসডিআই'র কার্যক্রম প্রচারিত হয়েছে। এখানে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে এসডিআই'র কার্যক্রম নিয়ে যেসব প্রতিবেদন ও সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো:

ক. ত্রাণ কার্যক্রম

২০০৬ সালের প্রলয়ংকারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল এসডিআই। বন্যা চলাকালীন সময়ে আর্ত-মানবতার পাশে যেমন দাঁড়িয়েছে এসডিআই, তেমন বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। চ্যানেল আই এবং বিটিভি তাদের নিয়মিত সংবাদে এসডিআই'র ত্রাণ কার্যক্রম সবিস্তার প্রচার করে।

খ. শতভাগ স্যানিটেশন

ওয়াটসান প্রকল্পের আওতায় এসডিআই মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় অস্বাস্থ্যকর খোলা পায়খানা শতভাগ মুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত বানিয়াজুরী, বানিয়াখোড় ও নালী ইউনিয়ন সম্পূর্ণরূপে খোলা পায়খানা মুক্ত হয়েছে, সামাজের লোকজন শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবহার করছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন এসডিআই'র এই সাফল্য প্রচার করেছে। তাছাড়া এসডিআই ঘিওর এলাকায় স্যানিটেশন দিবসে আলোচনা সভা ও র‍্যালীর আয়োজন করে থাকে যা এটিএন বাংলা প্রচার করেছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

এসডিআই'র ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ নিয়ে যে সব সদস্য সফলতা অর্জন করেছে তাদের সফলতার বিবরণ বিটিভি প্রচার করেছে তাদের 'সাফল্য গাথা' অনুষ্ঠানে। অন্যদিকে এটিএন বাংলার 'সোনালী দিন' অনুষ্ঠানে সন্দ্বীপের জেলেদের সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে জেলেদের সমস্যা তুলে ধরে এসডিআই'র বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে তাদের জীবন মান উন্নয়নে কি ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে তার চিত্র ফুটিয়ে উঠানো হয়েছে।

সেমিনার ও টকশো

এসডিআই জাটকা নিধন বন্ধে জেলেদের জীবন যাত্রায় কি প্রভাব ফেলছে তা নিয়ে ঢাকায় সেমিনারের আয়োজন করে যা এটিএন বাংলায় প্রচার করা হয়। তাছাড়া একই বিষয়ের ওপর এটিএন বাংলায় টকশো প্রচার করা হয়। টকশোতে অংশগ্রহণ করেছেন মৎস্য বিভাগের উপ-পরিচালক রফিকুল ইসলাম, পিকেএসএফ'র মহাব্যস্থাপক ড. এম.এ হাকিম, দাতাসংস্থা অক্সফাম-এর তৎকালীন প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ফরিদ হাসান এবং এসডিআই'র নিবাহী পরিচালক সামছুল হক।

অন্যান্য

দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলের মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার জন্য এসডিআই'র নিবাহী পরিচালক সামছুল হক-কে "শেরে বাংলা স্মৃতি পদক-২০০৭" প্রদান করা হয়। শেরে বাংলা স্মৃতি পরিষদ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে পদক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যা এটিএন বাংলা প্রচার করেছে।

জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১০ মেয়াদে এসডিআই'র প্রস্তাবিত ঋণ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

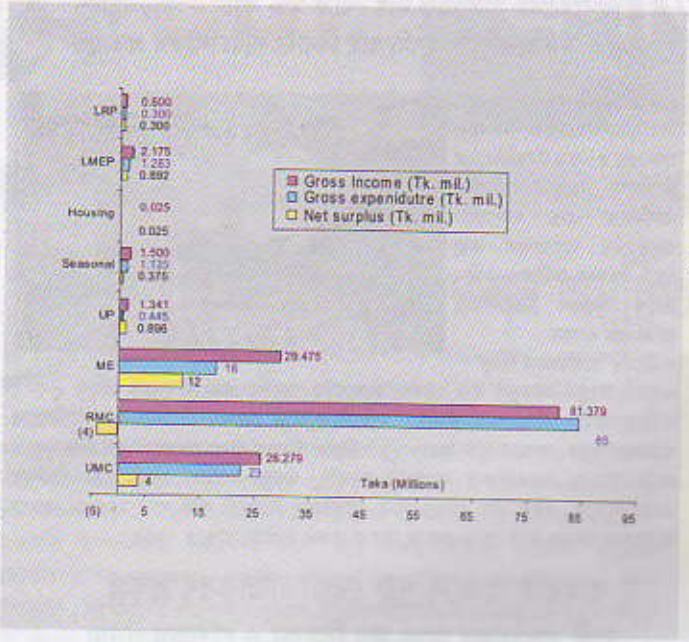

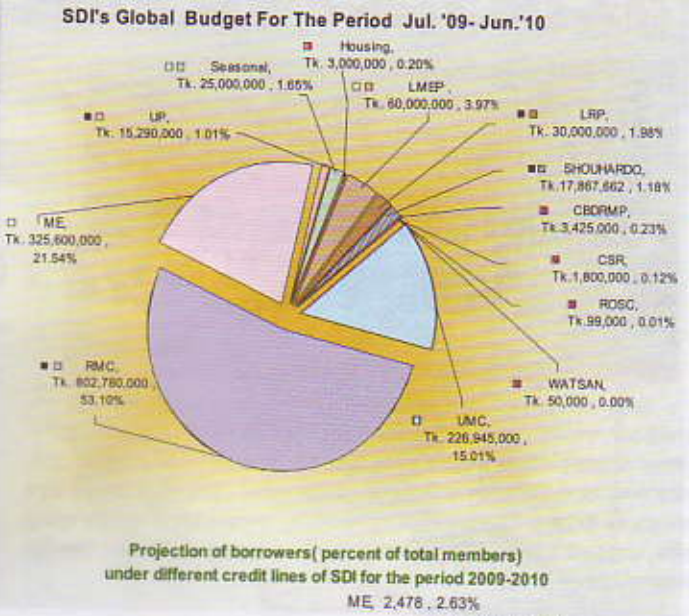

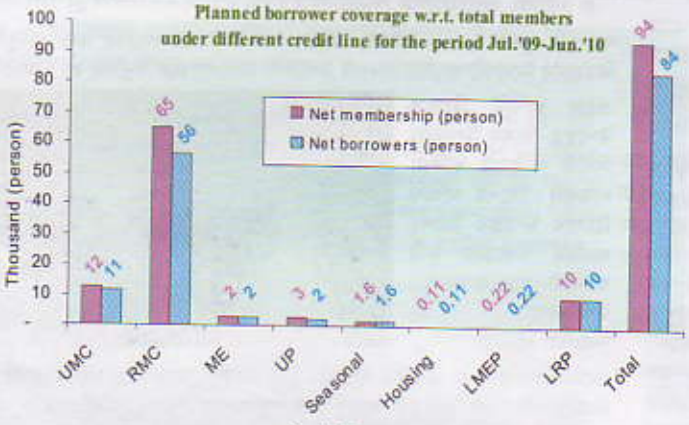

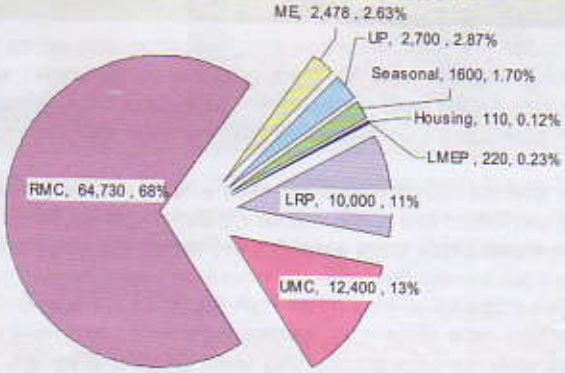

ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা জুলাই'০৯- জুন'১০ Credit Disbursement Plan for Jul.'09-Jun'10	নগর ক্ষুদ্রঋণ (UMC)	গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ (RMC)	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (ME)	হতদরিদ্র ক্ষুদ্রঋণ (UP)	মৌসুমী ঋণ (Seasonal)	গৃহ নির্মাণ ঋণ (Housing)	চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারীদের জন্য রপ্তানী উৎসাহ প্রকল্প ঋণ (LMEP)	দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা পুনর্বাসন ঋণ প্রকল্প (LRP)	মোট
ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকা) Credit disbursement (mil.Tk.)	২২৭	৮০৩	৩২৬	১৫	২৫	৩	৬০	৩০	১,৪৫৯
মোট উপার্জন (মিলিয়ন টাকা) Gross Income (mil.Tk.)	২৬	৮১	২৯	১	২	০	২	০.৬	১৪২.৮
মোট ব্যয় (মিলিয়ন টাকা) Gross expenditure (mil.Tk.)	২৩	৮৫	১৮	০	১.১	-	১.৩	০.৩	১২৮.৯
নীট উদ্বৃত্ত (মিলিয়ন টাকা) Net surplus (mil.Tk.)	৪	(৪)	১২	১	০.৩৮	০.০৩	০.৯	০.৩	১৩.৯

সদস্য এবং ঋণ গ্রহীতা কভারেজ প্ল্যান জুলাই'০৯- জুন'১০ Member and Borrower coverage plan for Jul' 09 -Jun'10 period	নগর ক্ষুদ্রঋণ (UMC)	গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ (RMC)	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (ME)	হতদরিদ্র ক্ষুদ্রঋণ (UP)	মৌসুমী (Seasonal)	গৃহ নির্মাণ ঋণ (Housing)	চামড়াজাতপণ্য উৎপাননকারীদের জন্য রপ্তানী উৎসাহপ্রকল্প ঋণ (LMEP)	দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা পুনর্বাসন ঋণ প্রকল্প (LRP)	মোট
নীট সদস্য (জন) Net membership (person)	১২,৪০০ -	৬৪,৭৩০	২,৪৭৮	২,৭০০	-	১১০	২২০	-	৮২,৬৩৮
নীট গ্রহীতা (জন) Net borrowers (person)	১১,২৮২	৫৬,৩১৫	২,৪৭৮	২,০২৫	১৬০০	১১০	২২০	১০০০০	৮৪,০৩০

SDI এসডিআই নিউজলেটার

এসডিআই'র কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি

ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল এন্ড কলেজের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান

গত ৮ জুলাই ২০০৯ ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল এন্ড কলেজের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান এবং কলেজ শাখার নবনির্মিত একাডেমিক ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজ শাখার ভবন উদ্বোধন করেন এলাকার জনপ্রিয় নেতা, মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব বেনজীর আহমদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা নাজনীন, এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক এবং এলাকার রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

কলেজের হলরুমে কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব বেনজীর আহমদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা নাজনীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করেন আবুল হোসেন ও এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক।

অধ্যক্ষ আ: জলিল তার ভাষণে কলেজের সাফল্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে প্রধান অতিথির নিকট নতুন ভবন নির্মাণের জন্যে সরকারী সাহায্যের দাবী উত্থাপন করেন এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে এসডিআই'র পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি সামছুল হক এ স্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে নিজ ও সংগঠনের পক্ষ থেকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষামূলক কাজে সাধ্যমত সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রধান অতিথি তার ভাষণে কলেজের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরেন। তিনি কলেজের সুনাম ও লেখাপড়ার সুন্দর পরিবেশ ধরে রাখার জন্য অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষকদের ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং কলেজের উন্নয়নের জন্য সরকার ও নিজের পক্ষ থেকে সর্বোতভাবে সহায়তার আশ্বাস দেন। জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে লেখাপড়ায় আরো উৎসাহ প্রদানের জন্য তিনি এসডিআই'র নিবার্হী পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির ভাষণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা নাজনীন বলেন, লেখাপড়া ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলোকে বের করতে হবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে ঐ দুর্বলতাগুলো যাতে শিক্ষার্থীরা কাটিয়ে উঠতে পারে তার জন্যে আরো বেশী শ্রম দিতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে তিনি সকল স্টেকহোল্ডারদের অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কমিটি, অভিভাবক সকলের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব দেন।

'দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ি, নিজেদের সামাজিক দায় থেকে মুক্ত করি' - সামছুল হক

৫০ তম জন্মদিনে এসডিআই নিবাহী পরিচালকের প্রত্যাশা

গত ৮ আগষ্ট ২০০৯ খৃ: ছিল নিবাহী পরিচালক সামছুল হক-এর ৫০তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাদামাটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার কর্মীগণ ঐদিন তাঁকে ফুলেল ভালবাসায় অভিসিক্ত করেন। কর্মীদের ভালবাসায় সিক্ত আবেগ আপ্লুত সামছুল হক বলেন, আমাদের দেশের প্রায় ৭ কোটি মানুষ এখনও দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। সামাজিক দায় থেকেই আমাদেরকে দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে দেশকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আজকে এই শুভ মুহূর্তে আমি আমার সহকর্মীদের আহবান জানাই, আসুন আমরা হাতে হাত মিলিয়ে এসডিআইকে এমন এক দরিদ্রবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের জন্মের দায় শোধ করতে আরো সফল ভূমিকা রাখতে পারব।

ধামরাই অঞ্চলে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প

নারী সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান

গত ১৬ জুলাই ২০০৯ ধামরাই অঞ্চলে গরু মোটাতাজাকরণের জন্য মৌসুমী ঋণ বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ধামরাই উপজেলা মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা নাজনীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা খায়রুল আলম। উপজেলার বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠনে সভাপতিত্ব করেন এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। সভা পরিচালনা করেন এসডিআই'র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো: হারুনুর রশীদ।

মিলানায়তনে এসডিআই'র নারী সদস্যদের বিপুল উপস্থিতি প্রধান অতিথিকে অভিভূত করে এ কারণে যে, গ্রামীণ নারীরাও এখন তাদের অধিকার আদায়ে সচেতন হয়েছে। তিনি নিজের ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসডিআই-কে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রধান অতিথি উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ২টি করে ফল গাছের চারা এবং ৮০ জন নারী সদস্যের মধ্যে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা করে ঋণ বিতরণ করেন। কৃষি কর্মকর্তা গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে গরু পালনকারীদের ৩/৪ ঘন্টার ওরিয়েন্টেশন (ধারণা) প্রদান করেন।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলীর সুতিপাড়া স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিদর্শন

গত ৭ মে, ২০০৯ এ প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডা: সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী ধামরাইয়ের সুতিপাড়াস্থ কমিউনিটি হেল্‌থ ক্লিনিক পরিদর্শন করেন। তার সাথে ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব বেনজীর আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা নাজনিন এবং এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। তিনি ক্লিনিকের স্থানীয় কমিটির নিকট হেল্‌থ ক্লিনিকগুলোর সেবার পরিধি ও মান সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এগুলোর সেবার মান বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় কমিটির সাথে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সুতিপাড়াস্থ এসডিআই'র ধামরাই শাখা অফিসে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে আলাপচারিতায় তিনি জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারী বেসরকারী সংগঠনসহ সমাজের সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ স্থানীয় প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান জনগণের জন্য, তাই স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ শক্তিশালী করতে হবে এবং তাদের নির্বাচিত কমিটিকেই সেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবেই সত্যিকারভাবে স্থানীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো টেকসই হবে।

সম্পাদনা পরিষদ ঃ সামছুল হক, এ. বি. সিদ্দিক, হাবিবুর রহমান, আনোয়ারুল আজিম। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আনোয়ারুল আজিম

বাড়ি - ২/৪ (৪র্থ তলা), শাহজাহান রোড, ব্লক -সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৮৮০-২-৯১২২২১০, ৮৮০-২-৯১৩৮৬৮৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯১৪৫৩৮১, ই-মেইলঃ sdi@bdcom.com, ওয়েবসাইট ঃ www.sdi.org.bd